EUROPEAN COMMISSION

Humanitarian Aid and Civil Protection

‘বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় আইলা দুর্গত এলাকায়
জরুরী সাড়া ও দ্রুত পুনরুদ্ধার’ প্রকল্পের উপকারভোগীদের জন্য প্রণীত

প্রশিক্ষণের বিনিময়ে অর্থ কর্মসূচি
প্রশিক্ষণ মডিউল সমূহ

নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যাভ্যাস; শিশু পরিচর্যা ও পুষ্টি
এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক রিফ্রেশার মডিউল

বাড়িভিত্তিক হাঁস, রাজহাঁস,
ছাগল ও ভেড়া পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

বাড়িভিত্তিক পুকুরে মাছ চাষ এবং
কাঁকড়া চাষ ও মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

স্থানীয় পণ্য বিপণন ও
বাজারজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE

Oxfam

কারিগরী সহযোগিতায় nirapad

প্রকাশকাল

মে, ২০১২

প্রকাশনা ও স্বত্ব

অক্সফাম-জিবি
বাড়ি-৪, সড়ক-৩, ব্লক-আই, বনানী-১২১৩
ফোন: +৮৮০ ২ ৮৮১৩৬০৭-৯, ৮৮১২৪৪৪০
ওয়েবসাইট: www.oxfam.org.uk

আর্থিক সহায়তা:

ইউরোপিয়ান কমিশন
ডিরেক্টরেট-জেনারেল ফর হিউমেনিটেরিয়ান এইড (ইকো)
প্লট-৭, সড়ক-৮৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
বাংলাদেশ

প্রাক-কথন

২০০৯ সালের মে মাসে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলা আঘাত হানে। এরপর বাঁধগুলো সময়মত সঠিকভাবে মেরামত না হওয়ায় দুর্গত পরিবারের অবস্থার এখনো তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। দুর্গত মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ২০১০ সালে 'বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় আইলা দুর্গত এলাকায় জরুরী খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকায়ন' প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ৪২,২৫০ পরিবারকে 'প্রশিক্ষণের বিনিময়ে অর্থ' প্রদানের জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, শিশু পরিচর্যা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও বাড়িভিত্তিক উৎপাদন বিষয়ে কয়েকটি প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছিল। ২০১২ সালে 'বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় আইলা দুর্গত এলাকায় জরুরী সাড়া ও দ্রুত পুনরুদ্ধার' প্রকল্পে 'প্রশিক্ষণের বিনিময়ে অর্থ' কর্মসূচির আওতায় আইলা আক্রান্ত সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ও খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার দক্ষিণ বেদকাশী ইউনিয়নের ৯,০৫১ জনকে পূর্বে প্রদত্ত নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যাভ্যাস, শিশু পরিচর্যা ও পুষ্টি, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক রিফ্রেশার মডিউল এবং নতুন করে বাড়িভিত্তিক হাঁস, রাজহাঁস, ছাগল ও ভেড়া পালন; বাড়িভিত্তিক পুকুরে মাছ চাষ এবং কাঁকড়া চাষ ও মোটাতাজাকরণ; স্থানীয় পণ্য বিপণন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রত্যেক অংশ গ্রহণকারী প্রতি সপ্তাহে একবার অর্থাৎ ৩ মাসে মোট ১২ টি অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করবেন। প্রতি অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেকে ৮৫০ টাকা পাবে যা তাদের পারিবারিক ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

আইলা আক্রান্ত অঞ্চলের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণ মডিউলগুলো প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণের বিনিময়ে অর্থ প্রদান একটি যথোপযুক্ত পদক্ষেপ। আশা করি, মডিউলগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করে উন্নয়ন কর্মীগণ আইলা আক্রান্ত জনগণকে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যাভ্যাস, শিশু পরিচর্যা ও পুষ্টি, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং বাড়িভিত্তিক হাঁস, রাজহাঁস, ছাগল ও ভেড়া পালন; বাড়িভিত্তিক পুকুরে মাছ চাষ এবং কাঁকড়া চাষ ও মোটাতাজাকরণ; স্থানীয় পণ্য বিপণন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে সচেতন করার মাধ্যমে বিষয়গুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হবেন, পাশাপাশি প্রশিক্ষণের বিনিময়ে অর্থ প্রাপ্তির মাধ্যমে এ সকল দরিদ্র দুর্গত মানুষের বর্তমান সময়ের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী ও ব্যবহারে জড়িত সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ।

গ্যারেথ প্রাইস- জোনস্
কান্ট্রি ডিরেক্টর, অক্সফাম-জিবি, বাংলাদেশ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা প্রথমেই জনাব মোঃ কাইছার রেজভী ও জনাব মৃগাঙ্ক শেখর ভট্টাচার্য কে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মডিউলগুলো তৈরির সময় তাঁদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য। মডিউল প্রণয়নে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য জনাব জাহিদ হোসেন এর কাছে নিরাপদ আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া মডিউল প্রণয়নে সার্বিক সহায়তার জন্য কনসালটেন্ট জনাব সুমন এসএমএ ইসলাম কে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। মডিউল সংকলনের সময় বিভিন্ন তথ্য এবং মূল্যবান মতামত প্রদানের মাধ্যমে মডিউলগুলোকে সমৃদ্ধ করার জন্য জনাব মো: আতিক উজ জামান এর কাছে নিরাপদ কৃতজ্ঞ। মাঠ পর্যায়ে, ফিল্ড ভিজিট এর সকল আয়োজন বিশেষ করে, আইলা আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন এবং এফজিডি ও সার্ভে'র কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ব্যবস্থা করে আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এছাড়া মডিউল চুড়ান্তকরণে রূপান্তর এবং ইসলামিক রিলিফ এর মাঠ পর্যায়ের ২৬ জন করে মোট ৫২ জন কর্মী অংশগ্রহন করেছেন, তথ্য ও মতামত দিয়ে প্রশিক্ষণ মডিউলকে সমৃদ্ধ করার জন্য তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মডিউল প্রণয়নের সময় দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা, বিশেষ করে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মৌ প্রকাশনী, কাজী প্রকাশনী, কমার্স পাবলিকেশন্স, ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত তথ্য, সুশীলন, অক্সফাম-জিবি, কেয়ার বাংলাদেশ, এইডি ও ইউনিসেফ এর মডিউল এবং প্রকাশনার সহযোগিতা নেয়া হয়েছে, এই সংস্থাগুলোর প্রতি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সর্বোপরি আমরা কৃতজ্ঞ তাদের প্রতি যারা মডিউলগুলো মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার করবেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মডিউলগুলোর বিষয়বস্তু উত্তরোত্তর সকলের মাঝে সম্প্রসারিত হবে এই কামনা করছি।

কাজী সাহিদুর রহমান
কো-অর্ডিনেটর, নিরাপদ

‘বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় আইলা দুর্গত এলাকায়
জরুরী সাড়া ও দ্রুত পুনরুদ্ধার’ প্রকল্পের উপকারভোগীদের জন্য প্রণীত

প্রশিক্ষণ মডিউল-এর ভূমিকা

প্রশিক্ষণ মডিউল এর ভূমিকা

সার্বিক তত্ত্বাবধান

কাজী সাহিদুর রহমান, নিরাপদ
মোঃ কাইছার রেজভী, অক্সফাম-জিবি
মৃগাঙ্ক শেখর ভট্টাচার্য, অক্সফাম-জিবি

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা

সুমন এস.এম.এ ইসলাম
মোঃ আতিক উজ জামান
হাসিনা আক্তার মিতা
মেহেদী হাসান শিশির

উপদেষ্টা

জাহিদ হোসেন

সূচি

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য	০৪
প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা	০৪
দুর্যোগ মোকাবেলায় নারীর নেতৃত্ব	০৫
মডিউল ব্যবহারকারী	০৭
প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী	০৭
সহায়কের যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন	০৭
মডিউল ব্যবহার বিধি	০৮

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

'বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় আইলা দুর্গত এলাকায় জরুরী সাড়া ও দ্রুত পুনরুদ্ধার' প্রকল্পের উপকারভোগীবৃন্দ ৩ টি বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো (বাড়িভিত্তিক হাঁস, রাজহাঁস, ছাগল ও ভেড়া পালন; বাড়িভিত্তিক পুকুরে মাছ চাষ এবং কাঁকড়া চাষ ও মোটাতাজাকরণ; স্থানীয় পণ্য বিপণন ও বাজারজাতকরণ) ভালভাবে জানতে পারবে ও চর্চা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হবে এবং সেগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার মাধ্যমে স্বাস্থ্য রক্ষা, শিশুর পরিচর্যা, পারিবারিক আয় বৃদ্ধি ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করতে পারবে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা

জবাবদিহিতা কি ?

গুড এনাফ গাইডে জবাবদিহিতা বলতে জরুরী অবস্থায় সংস্থার সাড়া প্রদান কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ নারী পুরুষ ও শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাকে বোঝানো হয়েছে।

সহায়তা পাওয়ার অধিকার [অক্সফাম প্রণীত এ্যাকাউন্ট্যাবিলিটি লার্নিং প্যাক অনুসারে]

সহায়তা কোন দান খয়রাত নয়, সহায়তা পাওয়া দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর অধিকার। এই অধিকার আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে কি দেয়?

- সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত দেবার অধিকার;
- কর্মসূচী পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কাজে অংশগ্রহণের অধিকার;
- মর্যাদা ও সম্মানের সাথে সহায়তা পাবার অধিকার;
- মানসম্মত এবং প্রচলিত ও স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহায়তা পাবার অধিকার;
- সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে ফিডব্যাক/ মতামত দেওয়ার অধিকার;
- অস্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা অথবা অনিয়মের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ জানানোর অধিকার;
- শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং গর্ভবতী মায়েদের দ্বারা সহায়তা পাওয়া জিনিসপত্র বহন থেকে বিরত থাকার অধিকার।

তথ্য পাওয়ার অধিকার [অক্সফাম প্রণীত এ্যাকাউন্ট্যাবিলিটি লার্নিং প্যাক অনুসারে]

সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য পাওয়া জনগোষ্ঠীর অধিকার। কোন ধরনের তথ্য পাওয়া জরুরী?

- উপকারভোগী নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য;
- নির্বাচিত উপকারভোগীদের তালিকা;
- কোন কোন সহায়তা সামগ্রী কি পরিমাণ দেওয়া হবে;
- সহায়তা সামগ্রীর গুণগত মানের বিবরণ;
- জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট সহায়তা সামগ্রী যেমন- পানি শোধনকারী ট্যাবলেট ব্যবহারের নির্দেশনা;
- সংস্থাসমূহের সহায়তা সামগ্রী বিতরণ পরিকল্পনা;
- সহায়তা সামগ্রী বিতরণের স্থান ও তারিখ;
- সহায়তা সামগ্রী বিতরণে অনিয়মের ক্ষেত্রে কোথায় এবং কিভাবে অভিযোগ জানাতে হবে।

মানবিক কর্মীর (হিউম্যানিটেরিয়ান স্টাফ) করণীয় [অক্সফাম প্রণীত এ্যাকাউন্ট্যাবিলিটি লার্নিং প্যাক অনুসারে]

মর্যাদা ও সম্মানের সাথে সহায়তা পাওয়া উপকারভোগীর অধিকার। এই অধিকার রাখতে একজন মানবিক কর্মী কি করবেন?

- উপকারভোগীদের সুবিধা বিবেচনা করে সহায়তা সামগ্রী বিতরণের স্থান নির্বাচন করতে হবে;
- সহায়তা সামগ্রী বিতরণের স্থান ও সময় উপকারভোগীদেরকে আগাম জানাতে হবে;
- সহায়তা সামগ্রীর পরিমাণ ও মান সম্পর্কে উপকারভোগীদেরকে স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে;
- সহায়তা সামগ্রী নেবার জন্য উপকারভোগীদেরকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষমান রাখা যাবে না;
- সহায়তা সামগ্রী বিতরণের স্থানে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা করতে হবে এবং সূর্যের তাপ থেকে বাঁচার জন্য ছাউনির ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- ক্ষতিগ্রস্থদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাম তালিকাভূক্তিকরণ করতে হবে।

দুর্যোগ মোকাবেলায় নারীর নেতৃত্ব

দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি : নারীর উপর এর প্রভাব

- দুর্যোগে যারা জীবন হারায় তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশি।
- দুর্যোগে নারী তার নিজস্ব সম্পদ ও গৃহস্থালী সামগ্রী হারায়।
- পরিবেশের ক্ষতির কারণে নারী খাদ্য, জ্বালানী ও পানি সংকটে পড়ে।
- সেবাসমূহ বিঘ্ন ঘটলে নারী তুলনামূলকভাবে বেশি বঞ্চিত হয়।
- পরিবারে, দুর্যোগজনিত সকল সংকট শেষ পর্যন্ত নারীর উপর এসে বর্তায়।

দুর্যোগ মোকাবেলায় নারীর নেতৃত্ব

- দুর্যোগের সম্ভাব্য অসুবিধার কথা বিবেচনা করে নারী আলগা চুলা তৈরি করে, জ্বালানি সংগ্রহ করে, শুকনো খাবার, যেমন- চিড়া, মুড়ি বা সবজি শুটকি মজুত করে।
- নিজের আয় থেকে কিছু টাকা জমিয়ে রাখে।
- পাটের সিকা বানায় যাতে বন্যার সময় ঘরের জিনিসপত্র ঘরের ভিতর উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখা যায়।
- দুর্যোগের ক্ষতি কমানোর জন্য বাড়ির চারপাশে ঢোলকলমি ও কলা গাছ লাগায়।
- পুরুষের সাথে ঘর মেরামতের কাজ করে, মাচা বানায়, কলা গাছের ভেলা তৈরি করে।
- দুর্যোগ ঘটার পরপরই নারী সর্বপ্রথম সাড়া প্রদানে এগিয়ে আসে।
- দুর্যোগ জনিত দুর্দশা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সে পরিবারের সকল কাজের দায়িত্ব নেয়, সকলকে প্রভাবিত করে ও পরিচালিত করে।
- সে ভগ্নস্তূপ ও জঞ্জাল পরিষ্কার ও থাকার জায়গা ঠিক করে ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঘরের জিনিসপত্র এক জায়গায় জড়ো করে।
- পরিবারের সবার জন্য পানি ও খাবারের ব্যবস্থা ও আহত লোকজনের সেবাযত্ন করে।
- দুর্যোগ কালে আক্রান্ত পরিবারগুলো ব্যবহারিক ও উৎপাদনমুখি অনেক সম্পদ হারায়; তাদের আয়ের উৎসগুলো সচল থাকেনা। পুরুষ পরিবার প্রধান ত্রাণ সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত থাকে ও এলাকায় বা এলাকার বাইরে কাজের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করে। এসময়ে পরিবারের সকলের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, পানি, পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নারীর উপর এসে পড়ে।
- এছাড়াও, সমাজে পরিবারের অবস্থান ও মর্যাদা ঠিক রাখার দায়িত্বও তাকে নিতে হয়। এগুলো সে করে তার নিজস্ব জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে। এজন্য সে তার সামাজিক সম্পর্কজাল কাজে লাগায়।

দুর্যোগ সহায়তা কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা

- নারী পুরুষের শ্রম বিভাজন নারীর প্রতি বৈষম্য প্রকাশ করে। যে সব সামাজিক কাজ অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মাপা যায় সেগুলো পুরুষের এখতিয়ারে; আর যে সব কাজ অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মাপা যায় না সেগুলো নারীর কাজ হিসাবে ধরা হয়। যেমন- জ্বালানী সংগ্রহ করা, পানি আনা, রান্না করা, ঘরদোর পরিষ্কার করা বা সন্তানের যত্ন নেওয়া।
- দুর্যোগের সময় নারীর কাজগুলো মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। কিন্তু দুর্যোগকালীন সহায়তা কার্যক্রমে নারীর ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা বিবেচনায় আনা হয় না। যেমনঃ

- ত্রাণ বিতরণে নারীর বিশেষ চাহিদা প্রায়ই স্পষ্টভাবে নিরূপণ করা হয়না।
- ত্রাণ সামগ্রী প্রদানের সময় নারীর সুবিধা অসুবিধা খুব একটা বিবেচনা করা হয়না।
- জরুরী সহায়তা কার্যক্রমে নারীর বিশেষ চাহিদা, যেমন- প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয় না।
- প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বাসনে বিনিয়োগের খুব কম পরিমাণই নারীর বিশেষ চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। এর কারণ হল, প্রাথাগতভাবে অর্থনীতিতে নারীর কাজকর্মের প্রতিফলন পরিমাপ করা হয়না।
- পুনর্বাসন বিনিয়োগ দৃশ্যমান অর্থনৈতিক খাতগুলো স্বাভাবিক ও সবল করার চেষ্টা করে; নারী যেসব কাজ করে সেগুলো এর আওতায় আসেনা।

নারী বান্ধব সহায়তা কার্যক্রমে সংগঠনের বিবেচ্য বিষয়

দৃষ্টিভঙ্গিঃ

নারীর দৃষ্টিভঙ্গি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন। সমস্যাগুলো সে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে। তাই বিভিন্ন বিষয়ে নারীর অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত গ্রহণঃ

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নারীর মতামত গ্রহণ করতে হবে। ছোটখাটো বা প্রান্তিক বিষয়ে এই প্রয়াস নারীর প্রতি আস্থাহীনতা প্রকাশ করে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নারীর পরামর্শ বিশ্লেষণ যাচাই করে দেখতে হবে। যেমন- বাঁধ বা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ বিষয়ে নারীর অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

মতামত বিবেচনাঃ

নারীর মতামত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই মতামতের প্রতিফলন থাকতে হবে। তা না হলে পুরো বিষয়টা একেবারে অর্থহীন হয়ে পড়বে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতাঃ

নিয়ন্ত্রিত মতামত প্রকাশ বা লোক দেখানো অংশগ্রহণ কোন সুফল আনতে পারেনা। এখানে মূল বিষয় হল নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখা ও নারীর অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে কর্মসূচিকে সমৃদ্ধ করা। আগে থেকেই ঠিক করা সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য নিয়ন্ত্রিত মতামত গ্রহণ কর্মসূচিকে খুব একটা সমৃদ্ধ করেনা।

নারীর ইচ্ছাধীনঃ

নারী নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে, সে এ ব্যাপারে জড়িত হবে কি হবে না, বা কতটা জড়িত হবে। জবরদস্তিমূলক বা চাপিয়ে দেওয়া অংশগ্রহণ নারীর উপর একটা অতিরিক্ত বোঝা। এতে নারীর মতামত ও পরামর্শ গুণগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এখানে কোন শর্ত থাকলে নারী সেই শর্ত পূরণের চেষ্টা করবে; সে নিজের মত বা ব্যাখ্যা প্রকাশ করবেনা।

পরিবারের বিবেচ্য বিষয়

- গৃহস্থালী কাজ করা কেবল নারীর দায়িত্ব নয়;
- ঘরের কাজে নারীকে সবসময় সহায়তা করা;
- নারী যখন বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকে তখন গৃহস্থালি কাজে অংশগ্রহণ করা পুরুষদের দায়িত্ব;
- পরিবারের উপার্জনে নারী পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার রয়েছে, তাই দুজনে আলোচনা করে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করা;
- পরিবারের যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় দুজনে আলোচনা করা;
- দুর্যোগের সময়ে পরিবারের মর্যাদা রক্ষার চেয়ে জীবন রক্ষা বেশি জরুরি;
- নারীর উপর আরোপিত বিধি নিষেধ (যেমন- সাঁতার শেখা যাবে না) পুরো পরিবারকে ঝুঁকিগ্রস্থ করে;
- নারীর নিজস্ব সম্পদ দুর্যোগ কালে পরিবারকে রক্ষা করে;
- দুর্যোগে নারীই সর্ব প্রথম সাড়া দেয়;
- দুর্যোগের সময় পুরুষের আয় থাকেনা, নারী পরিবারের বোঝা বহন করে।

মডিউল ব্যবহারকারী

অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক/সহায়ক।

অংশগ্রহণকারী

এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন 'বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় আইলা দুর্গত এলাকায় জরুরী খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকায়ন সহায়তা' প্রকল্পের উপকারভোগীবৃন্দ।

সহায়কের যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন-

প্রশিক্ষণের আগে

- অংশগ্রহণকারীদের প্রোফাইল সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা।
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রশিক্ষণ উপযোগী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্ধারণ করা।
- সম্ভব হলে প্রশিক্ষণ শুরুর আগের দিন অথবা প্রশিক্ষণ শুরুর আগেই প্রশিক্ষণ স্থান পরিদর্শন করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বাচ্ছন্দময় পরিবেশ, ইউ (U) আকারে বসার ব্যবস্থা, পানীয় জল ও বাথরুমের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণে ব্যবহারের সামগ্রী যেমন- ফাইল, সাদা কাগজ, নাম কার্ড, কলম, পোস্টার কাগজ, মার্কার, স্টেপলার, পাঞ্চিং মেশিন, স্কচ টেপ, মাস্কিন টেপ, ক্লিপ, পিন ইত্যাদি জোগাড় করে রাখা এবং প্রদর্শনযোগ্য উপকরণ ব্যবহারের স্থান ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা।
- অংশগ্রণকারীদের দৈনিক উপস্থিত স্বাক্ষরের জন্য ফরম তৈরি করে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের নেমকার্ড প্রস্তুত করে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রী যা তারা প্রশিক্ষণে ব্যবহার করবে সে সব সংগ্রহ ও প্রস্তুত করে রাখা।
- সহায়ক নির্বাচন–অর্থাৎ, কে কোন অধিবেশন পরিচালনা করবেন তা নির্ধারণ করে তাদের সাথে যোগাযোগ ও পূর্বপ্রস্তুতি নিশ্চিত এবং মডিউল সরবরাহ করা।
- পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনার আগে মডিউলে অন্তর্ভূক্ত সকল তথ্যাদি ভালভাবে পড়ে দেখা এবং প্রশিক্ষণের কোর্স সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করার প্রয়োজন হলে পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনার আগে পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ উপকরণ সংগ্রহ করা, প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের উপযোগী প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রণয়ন করা।

প্রশিক্ষণ চলার সময়

- প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক একজন সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবেন মাত্র, বিষয়টি স্মরণে রাখা।
- প্রতিদিন অধিবেশন শুরুর অন্তত ১৫ মিনিট আগে প্রশিক্ষণ কক্ষে উপস্থিত হওয়া।
- যথাসময়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ কক্ষে আসন গ্রহণ নিশ্চিত করা।
- অধিবেশন শুরু ও শেষে অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশলাদি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করা।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় সেশন গাইড, পোস্টার পেপার, মার্কার, সহায়ক তথ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সাজিয়ে নেয়া বা হাতের কাছে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা যাচাই করে নেয়া।
- সকলের মতামতের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ সহায়ক নিয়মাবলী ঠিক করা।
- অংশগ্রহণকারীদের জড়তা বিমোচনের জন্য কোন খেলা বা বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ধৈর্য্য ও সহনশীলতা বজায় রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতা ও পরামর্শকে স্বাগত জানানো।

- অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও তথ্য জানার চেষ্টা করা, তাদের ভূমিকাকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া।
- নিজস্ব বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও মতামতকে প্রাধান্য বা চাপিয়ে দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা।
- আলোচনায় সকল অংশগ্রহণকারীকে সক্রিয় রাখা, প্রয়োজনে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা।
- দলীয় কাজের সময় অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতা করা ও তাদেরকে সঠিক দিকে পরিচালিত হতে সহযোগিতা করা।
- অবসরে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় মডিউল বা সহায়ক তথ্য পড়া থেকে বিরত থাকা। এতে সহায়কের দক্ষতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের আস্থা কমে যেতে পারে।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় দেশীয় বা স্থানীয় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, বাস্তবতা ইত্যাদি বিবেচনায় রাখা।
- বাড়িভিত্তিক হাঁস, রাজহাঁস, ছাগল ও ভেড়া পালন; বাড়িভিত্তিক পুকুরে মাছ চাষ এবং কাঁকড়া চাষ ও মোটাতাজাকরণ; স্থানীয় পণ্য বিপণন ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেয়া।
- উদাহরণ দেয়ার ক্ষেত্রে দেশীয়/স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক উদাহরণ উপস্থাপন করা।
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞতা/ঘটনা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা।
- অপ্রাসঙ্গিক আলাপ-আলোচনার দিকে যাবার প্রবণতা রোধ করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে শিখন বিষয়গুলো পুনঃআলোচনা করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের কাছে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করা ।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে সম্পূরক সহায়ক তথ্য বিতরণ করা।

প্রশিক্ষণের পরে

- প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য প্রশিক্ষণের তথ্যসমূহ সংগ্রহ ও গ্রন্থনা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা।
- প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন অংশগ্রহণকারী এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রেরণ করা।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী কার্যক্রম ফলোআপ করা।
- অংশগ্রহণকারী, আয়োজক উভয়ের কাছ থেকেই মতামত নেয়া।

মডিউল ব্যবহার বিধি

সহায়কের জন্য

নিম্নোল্লেখিত ক্রমানুসারে মডিউলগুলো ব্যবহার করুন-

- নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যাভ্যাস; শিশু পরিচর্যা ও পুষ্টি এবং দুর্যোগ ঝুকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক রিফ্রেশার মডিউল
- বাড়িভিত্তিক হাঁস, রাজহাঁস, ছাগল ও ভেড়া পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল
- বাড়িভিত্তিক পুকুরে মাছ চাষ এবং কাঁকড়া চাষ ও মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল
- স্থানীয় পণ্য বিপণন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল

- প্রথমেই সংশ্লিষ্ট মডিউলটির সূচিপত্র দেখে নিন।
- প্রশিক্ষণের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট মডিউলটির প্রতিটি অধিবেশন ভালভাবে পড়ুন। প্রথমে শিরোনাম থেকে শুরু করুন। তারপর বিষয়, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও কি কি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে তা জেনে নিন। এতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।
- কোথাও কোন অসঙ্গতি কিংবা অস্পষ্টতা চোখে পড়লে বিষয়টি নিজে/ঊর্দ্ধতন প্রশিক্ষকের সাথে আলোচনা করে সমাধান করুন।
- এরপর প্রথমে যে অধিবেশনটি/গুলো উপস্থাপন করবেন সেই অংশটি বার বার পরে আত্মস্থ করুন।
- যে দিন যে বিষয়ে আলোচনা করবেন সে বিষয়টির প্রতিটি অংশ ভাল করে দেখে নিন। মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করুন, কিভাবে অংশগ্রহণকারীদের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করলে আলোচনাটি সবাই বুঝতে পারবে, প্রাণবন্ত হবে, সেইভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করুন।